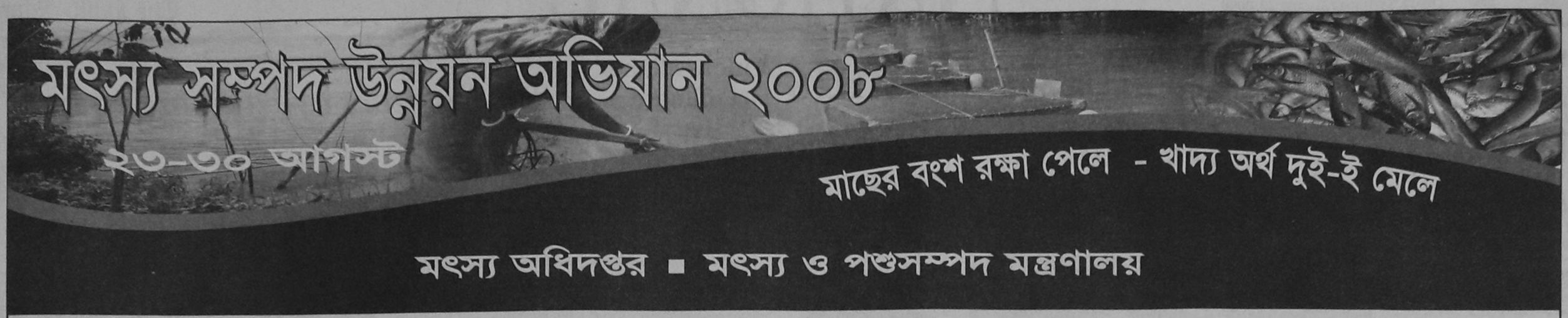

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
০৮ ভাদ্র ১৪১৫
২৩ আগষ্ট ২০০৮

বাণী

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে 'মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অভিযান-২০০৮' উদযাপনের আয়োজনকে আমি স্বাগত জানাই।

মৎস্য বাংলাদেশের এক সম্ভাবনাময় খাত। দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের এ সম্ভাবনাময় খাতের উন্নয়নে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আবশ্যক। মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি, সংরক্ষণ, মৎস্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং মৎস্য চাষে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে এই উদ্যোগ বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অভিযানের এ বছরের শ্লোগান 'মাছের বংশ রক্ষা পেলে, খাদ্য অর্থ দুই-ই মেলে' তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি 'মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অভিযান-২০০৮' এর সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল

মোঃ রফিকুল ইসলাম
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সেক্টরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পানি সম্পদের বিস্তৃতি প্রায় ৪.৯ মিলিয়ন হেক্টর, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৩৪ শতাংশ। দেশের প্রায় ১.২৫ কোটি লোক তাদের জীবন জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য সেক্টরের ওপর নির্ভরশীল। প্রায় ১৩ লক্ষ মৎস্যজীবী সার্বক্ষণিকভাবে মৎস্য আহরণকে একমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে চীন, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। রপ্তানি আয়ে মৎস্য সম্পদের অবদান দ্বিতীয়। কৃষিজ আয়ের প্রায় ২২ শতাংশ আসে মৎস্যসম্পদ থেকে। জিডিপি-তে মৎস্য সেক্টরের অবদান ৪.০৭ শতাংশ।

বাংলাদেশের পানিসম্পদ অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এ দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পুকুর-দিঘি, ডোবা-নালা, নদ-নদী, খাল-বিল ও বাঁওড়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে রয়েছে বিশাল হাওর এলাকা যা আমাদের মৎস্য সম্পদের সূতিকাগার। বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় ১৩ লক্ষ পুকুর-দিঘি যার আয়তন ৩.০৫ লক্ষ হেক্টর এবং ২৪,০০০ কি.মি. দীর্ঘ নদ-নদী যার আয়তন ১০.৩২ লক্ষ হেক্টর। এছাড়া রয়েছে ১.১৪ লক্ষ হেক্টর জলায়তনের প্রায় ১১ হাজার বিল, ৫,৪৮৮ হেক্টর আয়তনের বাঁওড়, ৬৮,৮০০ হেক্টর কাপ্তাই হ্রদ, প্রায় ২.০০ লক্ষ হেক্টর সুন্দরবন খাড়ি অঞ্চল এবং ২৮.৩০ লক্ষ হেক্টরের বিশাল প্লাবনভূমি।

বৈচিত্র্যময় এই পানি সম্পদের মত আমাদের মৎস্য প্রজাতিও সংখ্যা ও বৈচিত্র্যে অনন্য। আমাদের অভ্যন্তরীণ মিঠা পানিতে রয়েছে ২৬০ প্রজাতির মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি; মোহনা ও সমুদ্রে আছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ ও ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি। বিগত ২০০৬-০৭ সনে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন ২৪.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদন ছিল ১০.০৭ লক্ষ মে. টন। পুকুর-দিঘি ও বাঁওড়ের উৎপাদন ৮.১৬ লক্ষ মে. টন এবং সামুদ্রিক উৎস হতে উৎপাদন ছিল ৪.৮৭ লক্ষ মে. টন।

মৎস্য অধিদপ্তর লাগসই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিগত কয়েক দশক ধরে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপকভাবে উন্নত মৎস্যচাষ পদ্ধতি সম্প্রসারণ করে আসছে। অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ পদ্ধতির পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপগুলো হলো– সম্পদ জরিপ, সচেতনতা সৃষ্টি, চাষিদল গঠন, পুকুর পাড়ে প্রশিক্ষণ, ফলোআপ প্রশিক্ষণ, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রদর্শনী পুকুর স্থাপন, মৎস্যচাষিদের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন, মাছ চাষের জন্য স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মী তৈরি, মাঠ দিবস পালন ইত্যাদি। এছাড়া মৎস্যজীবীদের ঋণ গ্রহণে সহযোগিতা প্রদান, বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উপকরণ সংগ্রহে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

উল্লিখিত সম্প্রসারণ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তর সাফল্যের সাথে বেশ কিছু লাগসই মৎস্যচাষ প্রযুক্তি চাষি পর্যায়ে হস্তান্তর করেছে; যথা– রুইজাতীয় মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন, রুইজাতীয় মাছের মিশ্র চাষ, পাংগাসের রেণু পোনা উৎপাদন, পাঙ্গাসের একক চাষ, রুইজাতীয় মাছ ও পাঙ্গাসের মিশ্র চাষ; গিফট (এওঋঞ) তেলাপিয়া চাষ, থাই সরপুঁটির একক চাষ, ধানক্ষেতে মাছ চাষ, বাগদা ও গলদা চিংড়ির একক চাষ, রুইজাতীয় মাছের সাথে গলদার মিশ্র চাষ, সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ, বাঁওড়ে মৎস্যচাষ, মাছের খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি। এসব প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিগত কয়েক দশকে দেশের বদ্ধ ও আধাবদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে উপকূলীয় চিংড়ি খামারের আয়তন ২.১৮ লক্ষ হেক্টর। দেশের মৎস্য সম্পদ হতে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে চিংড়ি থেকে। বিগত ২০০৬-০৭ বছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৩৩৫৩ কোটি টাকা আয় হয়; এর মধ্যে শুধু চিংড়ি রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ ২৯৯২ কোটি টাকা। বিগত বছরে দেশে চিংড়ির উৎপাদন ছিল ১.২৯ লক্ষ মে. টন।

বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন মূলতঃ আহরণ নির্ভর। বিগত ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে বঙ্গোপসাগর হতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রল ফিসিং-এর আওতায় ৩৫,৩৯১ মে. টন এবং আর্টিসেনাল মৎস্য আহরণের মাধ্যমে ৪.৫২ লক্ষ মে. টনসহ মোট ৪.৮৮ লক্ষ মে. টন উৎপাদন পাওয়া যায়।

বিগত কয়েক দশকের মৎস্য উৎপাদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দেশের বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করায় সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদন আশানুরূপভাবে বাড়েনি। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মৎস্যসম্পদ ও আহরণ-নির্ভর ছিল। এক সময় প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের প্রাচুর্য ছিল। কোনদিন এ সম্পদ হ্রাস পাবে এ উপলব্ধি হয়নি। কিন্তু কালের বিবর্তনে বিরূপ প্রকৃতি ও বিশাল জনগোষ্ঠীর মাছের চাহিদা মেটাতে নির্বিচারে মৎস্য আহরণের কারণে দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ও হারিয়েছে তার সমৃদ্ধ অতীত।

অভ্যন্তরীণ পানিসম্পদ অবক্ষয়ের জন্য প্রাকৃতিক কারণগুলো হচ্ছে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া, পলি জমে জলাভূমি ভরাট, হাওর ও বিলের গভীরতা হ্রাস পাওয়া, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, প্লাবনভূমির সাথে সংযোগ খাল ভরাট বা সংকুচিত হওয়া এবং খরা বা অনাবৃষ্টির কারণে জলাশয় সংকোচন ইত্যাদি। মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলো হচ্ছে পানি সেচে নদী বা বিলে বোরো ধান ও অন্যান্য শস্য আবাদ এবং বসত ভিটা তৈরির ফলে জলাশয়ের সংকোচন, সেচ কাজে অপরিকল্পিতভাবে অতিরিক্ত ও অপরিমিত পানি ব্যবহার, অপরিকল্পিত কাঁচা-পাকা রাস্তা নির্মাণ বা সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তৈরি, অতিমাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার, কলকারখানা ও শহর-বন্দরের অপরিশোধিত বর্জ্য দ্বারা জলাশয় দূষণ ইত্যাদি। জলাভূমি অবক্ষয়ের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য অবাধে ক্ষতিগ্রস্ত করছে মৎস্যসম্পদ। অবৈধ মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম ব্যবহার, জলাশয় শুকিয়ে বা সেচে মাছ ধরা, প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধন, জীবনধারণের অবলম্বন হিসেবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মৎস্য আহরণে সম্পৃক্ত হয়ে পড়া এবং প্রচলিত ইজারা প্রথায় সর্বোচ্চ লাভের আশায় ইজারাদার কর্তৃক জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ অতি আহরণ ইত্যাদি কারণে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ক্রমশঃই দূরূহ হয়ে উঠছে।

এছাড়া বিভিন্ন নদীশাসন কার্যক্রম, যথা– উজানে বাঁধ নির্মাণ, নদীর গতিপথ পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রসহ এসব নদীর অসংখ্য শাখা নদীর নাব্যতা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিগত কয়েক দশকে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়েছে এদেশের প্রমত্তা নদীগুলো। পলি ভরাট, জেগে ওঠা চর বন্ধ করে দিয়েছে অসংখ্য উপনদী ও খালের সাথে প্লাবনভূমির সংযোগ। ভরাট হয়ে উঠেছে হাওর-বাঁওড়, ছড়া, কোল ও বিলগুলো। ফলে মাছ প্রজননের জন্য নদী থেকে প্লাবনভূমিতে যেতে পারছে না অথবা ফিরে আসতে পারছে না প্লাবনভূমি থেকে নদীতে। নগর ও শিল্প বর্জ্য এবং পলিবাহিত ঘোলা পানি নষ্ট করে দিয়েছে মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র।

মৎস্য অধিদপ্তর বিগত কয়েক দশকে সাফল্যের সাথে পুকুর-দিঘি ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। কিন্তু নিবিড় মাছচাষ পদ্ধতি অবলম্বন করলেও সীমিত সংখ্যা ও আয়তনের বদ্ধ জলাশয়ে উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট সীমার উপরে নেয়া সম্ভব নয়। অপরদিকে আমাদের বর্তমান সামর্থ্যের প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ আহরণ অবস্থা নিকট ভবিষ্যতে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানোর সুযোগও সীমিত। সে কারণে দেশের ক্রমবর্ধমান মৎস্য চাহিদা পূরণে আমাদের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদের দিকে নজর দিতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচন নীতিমালার প্রেক্ষিতে প্রণীত ফিসারিজ সাব-সেক্টর রোড ম্যাপের স্ট্র্যাটেজিক লক্ষ্যমাত্রায় অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। রোড ম্যাপ অনুযায়ী আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন ৩৫ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে অভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৯.৯৯ লক্ষ মে. টন এবং প্লাবনভূমিসহ উপযোগী মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ করে ১৯.৮৬ লক্ষ মে. টন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এ হিসেবে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে মৎস্য উৎপাদনের মোট লক্ষ্যমাত্রা ২৯.৮৫ লক্ষ মে. টন যা দেশের মোট প্রত্যাশিত উৎপাদনের ৮৫.২৯%। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে দেশের মৎস্য উৎপাদন কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করতে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উপযোগী প্লাবনভূমিসহ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ জলজ ও মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

চলমান সরকারি খাস জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৫ রাজস্ব আয়কেন্দ্রিক। এতে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার কোন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। প্রবাহমান জলাশয় সবার জন্য উন্মুক্ত করায় মাছের অতি আহরণ হচ্ছে। এতে সাধারণ মৎস্যজীবীর প্রবেশাধিকার সংকুচিত হয়েছে। অপরদিকে বদ্ধ জলাশয়ের ইজারা প্রদানকালে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের কোন শর্তাবলী না থাকায় ইজারাদার কর্তৃক মৎস্যসম্পদের অতি আহরণ হয়ে থাকে। ফলে মাছের বাৎসরিক প্রবেশন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। রাজস্ব আয়কেন্দ্রিক সরকারি খাস জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৫ যুগোপযোগী করে জৈবিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করা যায় এসব প্রস্তাবনা জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হলে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য ও মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধি পাবে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাস জলাশয় ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার নিকট অনেক বদ্ধ/আধাবদ্ধ জলাশয় ন্যস্ত আছে যার অধিকাংশতেই কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা হয় না। এসব জলাশয় চিহ্নিত করে মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরসহ বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে।

মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে দেশের প্রায় ৪৫০টি জলাশয়ে পাঁচ শতাধিক সমাজভিত্তিক সংগঠন গঠন করে জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এসব জলাশয়ে স্থানীয় মৎস্য দপ্তরের কারিগরি সহায়তায় উপযোগী মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, যথা– পোনা মজুদ, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের প্রায় ৪০০টি জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত মতে সমাজভিত্তিক এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমভুক্ত জলাশয়সমূহে মৎস্য উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর প্রতিবছর রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে পোনা অবমুক্ত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ৫৮,৫৭২ হেক্টর জলায়তন বিশিষ্ট ১৮,৯৭৯টি জলাশয়ে ২,১৩,২৯৯ কেজি পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ৩,৯৯,৮২৭ জন।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে রয়েছে বিশাল হাওর এলাকা যা আমাদের মৎস্যসম্পদের সূতিকাগার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। হাওরের অন্তর্গত বিলসমূহের মৎস্যসম্পদ রক্ষাকল্পে ইতোমধ্যে হাওর মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর অর্থ সহায়তায় হাওর উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

দেশে মাছ ও চিংড়ি চাষ অধিকতর সম্প্রসারণ এবং মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সব শ্রেণীর অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও পালন করা হচ্ছে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অভিযান ২০০৮। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে-

* প্রাণিজ আমিষ চাহিদা পূরণ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা;
* বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রজাতির পাশাপাশি অন্যান্য দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষের কলা কৌশল সম্প্রসারণ করা এবং মৎস্য চাষিকে উদ্বুদ্ধ করা।
* অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ রক্ষার বিভিন্ন কৌশল গণমানুষকে অবহিত করা;
* মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের গুরুত্ব এবং এ আইনের ব্যাপক প্রচারণা;
* জলজ সম্পদের অবক্ষয় ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে দেশের জনগণকে সচেতন করে তোলা।

এবছর মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন অভিযান ২০০৮ এর প্রতিপাদ্য মাছের বংশ রক্ষা পেলে, খাদ্য অর্থ দুই-ই মেলে। এ অভিযানে গৃহীত কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের পাশাপাশি বছরব্যাপী লাগসই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে দেশের মৎস্য সম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিপাদ্য বাস্তবে রূপ নিবে বলে আশা করা যায়। আবার সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে আমাদের মৎস্য ভাণ্ডার - এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৮ ভাদ্র ১৪১৫
২৩ আগষ্ট ২০০৮

বাণী

আগামী ২৩-৩০ আগস্ট দেশব্যাপী 'মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অভিযান ২০০৮' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বিপুল জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আমি আশা করি, এ খাতের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো তাদের ভূমিকা আগামীতেও জোরদার করবে।

'মাছের বংশ রক্ষা পেলে, খাদ্য অর্থ দুই-ই মেলে' এ বছরের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বাস্তবায়নে আমি সর্বস্তরের জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অভিযান ২০০৮ এর সাফল্য কামনা করি।

ফখরুদ্দীন আহমদ

স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে রয়েছে নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওড়, পুকুর-দিঘী ইত্যাদি মৎস্য উৎপাদনের বৈচিত্রপূর্ণ বিশাল ভান্ডার। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক এ বিশ্বে টিকে থাকতে হলে, তথা স্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে বিপুল এ মৎস্য সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন ও আহরণ নিশ্চিত করতে হবে। দেশের প্রাকৃতিক মৎস্য ক্ষেত্রগুলো সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সঠিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা সম্ভব হলে এ সেক্টরে রূপালী বিপ্লব ঘটানো সম্ভব।

প্রাকৃতিক উৎস ব্যতীত আমাদের রয়েছে লক্ষ লক্ষ পুকুর, ডোবা-নালা, রয়েছে বিস্তৃত প্লাবন ভূমি। এসবের লাগসই, পরিবেশ সম্মত ও স্থায়ী ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। সর্বোপরি মৎস্য সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ এখন সময়ের দাবী। এ বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা, সচেতন জনগোষ্ঠী, সাধারণ মাছচাষী ও মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের সম্মিলিত উদ্যোগ। প্রয়োজন সকল পর্যায়ের সমন্বিত প্রয়াস।

বর্তমান সরকার মৎস্য সেক্টরের এ অমিত সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে এ সেক্টরের উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ গহণ করেছে। প্রাকৃতিক মৎস্য আবাসস্থল সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, প্রাকৃতিক জলাশয়ে পোনা মজুদ, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, মাছচাষ ও পুনরুদ্ধার, প্রাকৃতিক জলাশয়ে পোনা মজুদ, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, মাছচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চাষী ও মৎস্যজীবিদের দক্ষতা উন্নয়ন ও মূলধন সহায়তা প্রদান তথা সার্বিক মৎস্য উন্নয়নে সরকার নানামুখী প্রকল্প ও কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তারই অংশ হিসেবে দেশব্যাপী মৎস্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে **"মাছের বংশ রক্ষা পেলে, খাদ্য অর্থ দুই-ই মেলে"** এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আগামী ২৩-৩০ শে আগস্ট ২০০৮ **"মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অভিযান ২০০৮"** উদযাপিত হতে যাচ্ছে। মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে, সচেতনতা সৃষ্টিতে সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, স্থানীয় সরকার তথা সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ এ অভিযানে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় এ সেক্টরের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। আমি এ অভিযানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মানিক লাল সমদ্দার)

সচিব
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ প্রকৃতিগতভাবে বিশাল জলসম্পদে সমৃদ্ধ। প্রকৃতি ও পরিবেশের কারণে আবহমান কাল হতেই এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহে মৎস্য খাতের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। দেশের বিশাল অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলসম্পদে রয়েছে মৎস্য সম্পদ উৎপাদন এবং উন্নয়নের বিপুল সুযোগ ও সম্ভাবনা। দেশের জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমেই জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং সাধারণ মানুষকে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব এবং এ সম্পদ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত সারা দেশব্যাপী মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অভিযান ২০০৮ উদযাপিত হচ্ছে। এ অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হলো মৎস্য সম্পদের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরও মজবুত এবং স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে দেশবাসীকে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে অধিকতর সচেতন ও নিবড়িভাবে সম্পৃক্তকরণ।

লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের হাওর-বাওড়, মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ ও সংরক্ষণ করে এ খাতকে এগিয়ে নিতে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা ও পেশাজীবীসহ সকল মহলে সচেতনতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আর এ লক্ষ্যেই গড়ে তুলতে হবে ব্যাপক গণসচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অভিযান-২০০৮ গণসচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকর অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি।

"মাছের বংশ রক্ষা পেলে, খাদ্য অর্থ দুই-ই মেলে" মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন অভিযান ২০০৮ এর এ শ্লোগান সফল হোক।

সৈয়দ আতাউর রহমান